দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 JUL 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল গতকাল (বুধবার) জাতীয় সংসদে কণ্ঠভোটে পাস হইয়াছে। বিলটির ব্যাপারে আপত্তি জানাইয়া বিএনপি'র পক্ষ হইতে বলা হয়, আইন-শৃংখলার অবনতি, সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসহ দেশের সীমাহীন

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস

(প্রথম পৃঃ পর)

সংকট ও সমস্যার দিকে সরকার নজর না দিয়া নামকরণ আর নামবদলের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছে। জবাবে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, ২১ বৎসর বঙ্গবন্ধুর নাম মুছিয়া ফেলার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু মুছিয়া ফেলা যায় নাই। তিনি বিএনপিসহ বিরোধী দলের সমালোচনা করিয়া বলেন, এই বিল আনা সম্পূর্ণভাবে সঠিক হইয়াছে।

বিলের উপরে জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনী প্রস্তাবের উপরে বিএনপি'র আবদুল মান্নান, মশিউর রহমান, গাজী শাহজাহান, শহীদুল ইসলাম, খায়রুল এনাম, এহসানুল হক মিলন, জিয়াউল হক জিয়া, গৌতম চক্রবর্তী, শামসুল আলম প্রামানিক, সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, আমানউল্লাহ আমান, রফিকুল ইসলাম বকুল, শহীদুল ইসলাম বেল্টু, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান, ডাঃ মোহাম্মদ আলী, গোলাম মোর্শেদ, আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান, আলমগীর মোঃ মাহফুজউল্লাহ ফরিদ, এ, কে, এম, হাফিজুর রহমান, আবদুল ওয়াহাব, শামসুজ্জামান দুদু, অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম; জাতীয় পার্টির ডঃ আসাদুর রহমান, এন, কে, আলম চৌধুরী, গোলাম মোহাম্মদ কাদের, গোলাম ফারুক অভি, জুলফিকার আলী ভুট্টো, এডভোকেট ফজলে রাব্বী, ডাঃ রুস্তম আলী ফরাজী বক্তব্য রাখেন।

বিএনপি দলীয় সদস্যরা একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম বঙ্গবন্ধুর নামে না রাখার পরামর্শ দিয়া বলেন, সরকার নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এবং ব্যর্থ কৃষিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে খুশী করার জন্য এই নামকরণ সম্বলিত বিল আনিয়াছে। জাতীয় পার্টির সদস্যরা শেখ মুজিবুর রহমানের নামকে বিতর্কিত না করার আহবান জানান। বিএনপি দলীয় সদস্যরা বেগম মতিয়া চৌধুরী স্বাধীনতার পরে যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন যে বক্তব্য দিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া সমালোচনা করেন। বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বলেন, পারিলে নূতন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাহার নামে ইচ্ছা তাহার নাম রাখুন।

জবাবে বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, এই নামের মাধ্যমে কৃতজ্ঞ জাতি তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। গাজীপুরের কৃষি ইনষ্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড এবং শিক্ষকরাই বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমি বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা সমর্থন করিয়াছি। আর স্বাধীনতার পরে তৎকালীন সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করিয়াছি। আর এমন এক সময় আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছি যখন সামরিক শাসক এই দলটির উপরে অত্যাচার, নির্যাতন চালাইয়াছিল। তিনি বলেন, কৃষিমন্ত্রী ব্যর্থ যাহারা বলিতেছেন তাহারা এই কথা বলিতেছেন না যে, গত বিএনপি সরকারের সময়ে কৃষি উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ছিল নেতিবাচক। তাহারা ১৮ জন কৃষককে সার সংকটের সময় হত্যা করিয়াছে।